25 OCT 2017

শিক্ষা খাতে দুর্বৃত্তায়ন

সর্বনাশের আগেই ব্যবস্থা নিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত শুক্রবার ভর্তি পরীক্ষার আগের রাতেই প্রশ্ন ফাঁসের কথা জানতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তার উপস্থিতিতে পুলিশ অমর একুশে হলের ছাত্রলীগের এক নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি জানতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় করা সিআইডির মামলার এজাহারে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

পরীক্ষার আগে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করে আসছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলও ঘোষণা করেছে।

পরীক্ষার আগের দিন বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল থেকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক মহিউদ্দীন রানা এবং অমর একুশে হলের নাট্য ও বিতর্কবিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেফতার করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী পর দিন পরীক্ষার হল থেকে এক পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের অভিযানের সময় একুশে হলের হাউজ টিউটর মাহিদুল হক সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ও জালিয়াতির ঘটনা একের পর এক ঘটেই চলেছে। গত ১০ বছরে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে কিংবা কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করায় এর কোন সুরাহা হয়নি। প্রশ্ন ফাঁস ও জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত মূল হোতাদের শনাক্ত করতে না পারায় এবং তাদের বিচার না হওয়ায় এ ধরনের ঘটনা থামছে না। প্রশ্ন ফাঁসের সর্বশেষ যে ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটল, যথারীতি সেখানেও কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে অস্বীকার করলেন। আমরা আরও দেখতে পেলাম যে, বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষার ফল ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ থাকার পরও সে পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য হলো। এতে করে সারা দেশের বহু শিক্ষার্থী প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঠিক মান যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। আর এর মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের অনৈতিক পন্থাই প্রকারান্তরে বৈধতা পেল। শুধু তাই নয়, প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পরও ফলাফল গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তায়ন প্রতিষ্ঠা করা হলো।

শুধু প্রশ্ন ফাঁসই নয়, প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ, পড়াশোনার মান, গবেষণার অপ্রতুলতা, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মসহ নানা সমস্যার কথা আমরা প্রতিনিয়ত শুনতে পাই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা এর চেয়েও নাজুক। যথাযথ তদারকির অভাবে সব ধরনের অনিয়মের আখড়ায় পরিণত হয়েছে যেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যই এখন শুধু বাণিজ্য আর অর্থকড়ি উপার্জন। বোঝাই যাচ্ছে, দেশের উচ্চশিক্ষা পরিকাঠামোয় চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছে। আমরা মনে করি, এ অসুস্থতার মূল কারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অদক্ষতা, উদাসীনতা, অদূরদর্শিতা ও দলীয়করণ। বেশিরভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ ধারার ছাত্র রাজনীতির পরিবেশ নেই, বহুদিন ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নেই। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাড়া আর কেউ সেখানে কথা বলতে পারে না। এ একচ্ছত্র আধিপত্য ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের শুভ ফল বয়ে আনছে না। শিক্ষার সুষ্ঠুপরিবেশের জন্য আন্দোলনের বদলে অনৈতিক কাজে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে তারা, যার পরিণতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন ফাঁসে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীর সম্পৃক্ততা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টির একটি সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত। তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার আগে এ ইউনিটের ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রাখতে হবে। আমরা মনে করি, দেশের শিক্ষা খাতে দুর্বৃত্তপনা বন্ধ না হলে প্রশ্ন ফাঁসের অনিয়ম কোনভাবেই ঠেকানো যাবে না, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশও ফিরে আসবে না। এক্ষেত্রে সবার আগে যেটা প্রয়োজন তা হল নীতিনির্ধারকদের সদিচ্ছা। তারা যদি আন্তরিকভাবেই এ সমস্যার সমাধান চায় তবে তাদের অনিয়মের বিষয়টিকে স্বীকার করে নিয়ে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। সুস্থ ধারার ছাত্র রাজনীতির প্রতিবন্ধকতাগুলো অপসারণ করতে হবে। শিক্ষা খাতে অনিয়ম ও অসঙ্গতি দূর করতে ছাত্র-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবার ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিতে হবে। শিক্ষা কার্যক্রমে দুর্নীতি, দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করতে হবে। দ্রুততার সঙ্গে এসব পদক্ষেপ নেয়া হলেই শিক্ষা খাতে সব সমস্যার সমাধান হবে।